তোহফাতুন নিসা

(মুসলিম রমণীদের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ৫০টি হাদিসের সংকলন)

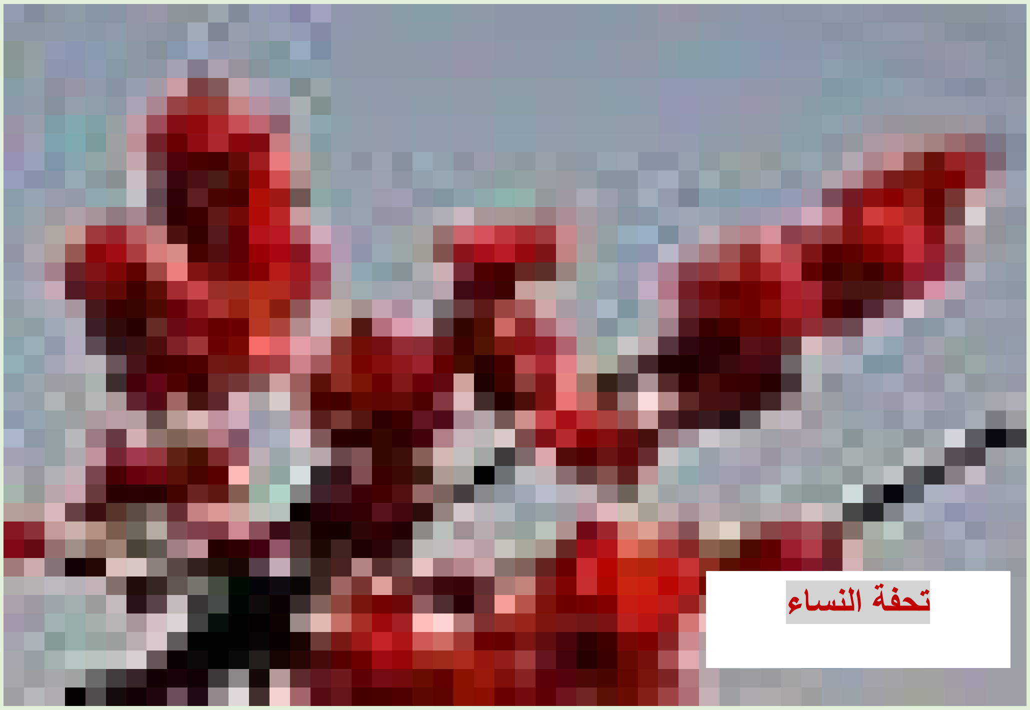

সংকলক

মাহমুদুর রশীদ

ফাযেলে দারুল উলুম হাটহাজারী।

© **সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত:** এই পাণ্ডুলিপিটি সংকলক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে এর কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয়।

সংকলকের আরজ

بسم الله والحمدُ لله والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وبعد

"আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর দরুদ ও সালামের পর—

একজন মুসলিম নারীর আদর্শ জীবন কেবল ইবাদত-বন্দেগিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার আখলাক, পারিবারিক ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতিটি ধাপে রয়েছে ইসলামের সুনিশ্চিত নির্দেশনা।

মুহাদ্দিসে দারুল উলুম দেওবন্দ হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান কাসেমী (রহ.)-এর মূল রচনার অনুবাদটি (মুসলিম রমণীদের সর্বোত্তম মসজিদ) সম্পন্ন করার পর আমার মনে হয়েছে, এর সাথে যদি প্রিয় নবীজি (সা.)-এর পবিত্র মুখনিসৃত কিছু নির্বাচিত মুক্তো দানা যোগ করা যায়, তবে তা হবে সোনায় সোহাগা।

সেই চিন্তা থেকেই 'তুহফাতুন নিসা' বা 'নারীদের জন্য উপহার' শিরোনামে এই ৫০টি বিশুদ্ধ হাদিসের সংকলনটি তৈরি করেছি। এখানে অত্যন্ত যত্নের সাথে সেই হাদিসগুলো নির্বাচন করা হয়েছে, যা একজন বোনকে তার দ্বীন পালনে উৎসাহিত করবে, একজন স্ত্রীকে তার ঘরকে জান্নাতের বাগান বানাতে পথ দেখাবে এবং একজন মাকে তার সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করবে।

আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি মুসলিম মা ও বোনদের জন্য এক অমূল্য পাথেয় হবে। আল্লাহ তাআলা এই সংকলনটিকে কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন।"

বিনীত,

মাহমুদুর রশীদ

ফাজেলে দারুল উলুম হাটহাজারী।

অধ্যায়: নারীদের সৌভাগ্য ও মহীয়সী নারীগণ

হাদিস- ১: কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফজিলত

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ. رواه أحمد

অনুবাদ: হযরত উকবাহ বিন আমের আল-জুহানী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: “যার তিনটি কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাদের কারণে (লালন-পালনের কষ্টে) ধৈর্য ধরে, আর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করে; তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী পর্দা হবে।” (মুসনাদে আহমাদ ১৭৪০৩)

হাদিস- ২: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-কে জিবরাঈল (আ.)-এর সালাম

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَائِشُ! هَذَا جِبْرَئِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ. قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. قَالَتْ: وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى. متفق عليه

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন।" আয়েশা (রা.) বললেন, "তাঁর ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।" আয়েশা (রা.) বলেন, নবীজী ﷺ এমন কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন যা আমি দেখছি না। (বুখারী ৬২০১ মুসলিম ২৪৪৭)

হাদিস- ৩: পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চার নারী

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেছেন: “বিশ্বের নারীদের মধ্যে (মর্যাদার ক্ষেত্রে) তোমার জন্য এই চারজনই যথেষ্ট: ইমরানের কন্যা মারিয়াম, খুয়াইলিদের কন্যা খাদিজা, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া।” (তিরমিজি ৩৮৭৮)

হাদিস- ৪: প্রিয় নবিজি (সা.)- এর স্বপ্নে হযরত আয়েশা (রা.)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جِبْرَئِيلَ جَاءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ حَرِيرٍ خَضْرَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, জিবরাঈল (আ.) একটি সবুজ রেশমি কাপড়ে তাঁর (আয়েশার) ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন: “ইনি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার স্ত্রী।” (তিরমিজি ৩৮৮০)

হাদিস- ৫: জান্নাতী নারীদের সরদার হযরত ফাতিমা (রা.)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ... قَالَتْ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ يَمُوتُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ فَضَحِكْتُ. (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তেকালের সময় ফাতিমা (রা.)-কে কিছু গোপন কথা বললেন। ফাতিমা (রা.) বলেন, "তিনি যখন জানালেন যে তাঁর ইন্তেকাল ঘনিয়ে এসেছে তখন আমি কেঁদেছিলাম। এরপর তিনি জানালেন যে, হযরত মারইয়াম (আ.)-এর পর আমি সকল জান্নাতী নারীদের নেত্রী হবো, তখন আমি হেসেছিলাম।" (তিরমিজি ৩৮৭৩)

হাদিস- ৬: হযরত আয়েশা (রা.) এর ইলমী মর্যাদা

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَا اشْتَكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا. (رواه الترمذي)

অনুবাদ: হযরত আবু মুসা (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কাছে কোনো হাদিসের মর্ম যখনই অস্পষ্ট হতো আমরা আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতাম, তখনই তাঁর কাছে সেই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান পেতাম।" (তিরমিজি ৩৮৮৩)

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ. (رواه الترمذي)

অনুবাদ: মুসা বিন তালহা বলেন, "আমি আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে অধিক প্রাঞ্জল ভাষী আর কাউকে দেখিনি।" (তিরমিজি ৩৮৮৪)

হাদিস- ৭: হযরত খাদিজা (রা.) এর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ... فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ. (متفق عليه)

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, জিবরাঈল (আ.) নবীজী ﷺ-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই যে খাদিজা খাবার নিয়ে আসছেন। তিনি যখন আসবেন, তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন। আর তাঁকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরি এমন এক প্রাসাদের সুসংবাদ দিন যেখানে কোনো শোরগোল নেই এবং কোনো ক্লান্তি নেই।" (বুখারী ৩৮২০ মুসলিম ২৪৩২)

হাদিস- ৯: মায়ের সেবা ও হযরত ওয়াইস করনী (রহ.) এর মর্যাদা

عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لَكَ وَالِدَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ" فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ. رواه مسلم

অনুবাদ: উসায়ের ইবনে জাবির (রহ.) বর্ণনা করেন: ইয়ামেন থেকে যখনই কোনো সাহায্যকারী দল (হাজীদের বা মুজাহিদদের কাফেলা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট আসত, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমাদের মধ্যে কি ওয়াইস ইবনে আমির আছে?" এভাবে একদিন তিনি ওয়াইস (রহ.)-কে পেয়ে গেলেন। উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কি ওয়াইস ইবনে আমির?"

তিনি বললেন: "হ্যাঁ।"

উমর (রা.) বললেন: "মুরাদ গোত্রের এবং করন শাখার লোক?"

তিনি বললেন: "হ্যাঁ।"

উমর (রা.) বললেন: "আপনার কি শ্বেত রোগ ছিল, তারপর তা সুস্থ হয়ে গেছে—কেবল এক দিরহাম (মুদ্রা) পরিমাণ স্থান ছাড়া?"

তিনি বললেন: "হ্যাঁ।"

উমর (রা.) বললেন: "আপনার কি মা আছেন?"

তিনি বললেন: "হ্যাঁ।"

তখন উমর (রা.) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন— "তোমাদের কাছে ইয়ামেনবাসীদের সাহায্যকারী দলের সাথে 'ওয়াইস ইবনে আমির' আসবে। সে মুরাদ গোত্রের এবং করন শাখার লোক। তার শ্বেত রোগ ছিল যা থেকে সে আরোগ্য লাভ করেছে—কেবল এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা বাকি আছে। তার একজন মা আছেন যার প্রতি সে অত্যন্ত অনুগত ও সেবাকারী। সে যদি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে, তবে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। অতএব, যদি সম্ভব হয় যে সে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তবে তুমি তা করিয়ে নিও।" উমর (রা.) বললেন: "সুতরাং আপনি আমার জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করুন।" অতঃপর ওয়াইস আল-কারনী হযরত উমর (রা.)-এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। (সহীহ মুসলিম: ২৫৪২)

হাদিস- ১০: খোওলা বিনতে ছা'লাবা (রা.)-এর প্রতি আল্লাহর সাড়া

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: تَبَارَكَ الَّذِي أَوْعَى سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَلَ مَالِي وَأَفْنَى شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرَ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ. قَالَتْ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾

(ذكره ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم ٦٦/٨ و رواه ابن ماجة وغيره)

অনুবাদ: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘‘বরকতময় সেই সত্তা (আল্লাহ), যাঁর শ্রবণশক্তি সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে। (আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে,) খোওলা বিনতে ছা'লাবা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল, আমি এক কোণে থাকা সত্ত্বেও তার কিছু কথা আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল। সে বলছিল— ‘হে আল্লাহর রাসূল! সে (আমার স্বামী) আমার সব সম্পদ ভোগ করেছে, আমার যৌবন শেষ করেছে এবং আমি তার জন্য অনেক সন্তান জন্ম দিয়েছি। অথচ আজ যখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা

হারিয়েছি, তখন সে আমার সাথে 'জিহার' (তালাকের একটি প্রাচীন প্রথা) করেছে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছেই আমার ফরিয়াদ জানাচ্ছি।' আয়েশা (রা.) বলেন, সে স্থান ত্যাগ করার আগেই জিবরাঈল (আ.) এই আয়াত নিয়ে নাজিল হলেন— قَدْ سمعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَى اللهِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বিতর্ক করছিল এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল' (সূরা মুজাদালা: ১)''।

[তাফসিরে ইবনে কাসীর, সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৮৮]

হাদিস- ১১: হযরত খোওলা (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মান

عَنْ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: لَقِيَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَهُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّاسِ فَاسْتَوْقَفَتْهُ، فَوَقَفَ لَهَا وَدَنَا مِنْهَا وَأَصْغَى إِلَيْهَا رَأْسَهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا وَانْصَرَفَتْ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! حَبَسْتَ رِجَالَاتِ قُرَيْشٍ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ؟ قَالَ: وَيْحَكَ! وَتَدْرِي مَنْ هَذِهِ؟ هَذِهِ امْرَأَةٌ سَمِعَ اللهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ. وَاللهِ لَوْ لَمْ تَنْصَرِفْ عَنِّي إِلَى اللَّيْلِ مَا انْصَرَفْتُ عَنْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا. رواه الدارمي

অনুবাদ: হযরত আবু ইয়াজিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) একবার লোকলস্কর নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় খোওলা বিনতে ছা'লাবা নামক জনৈক বৃদ্ধা মহিলা তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। ওমর (রা.) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নিচু করে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। এমনকি তিনি তাঁর কাঁধে হাত রেখে দীর্ঘক্ষণ কথা শুনলেন যতক্ষণ না মহিলাটি তাঁর প্রয়োজন শেষ করে ফিরে গেলেন। জনৈক ব্যক্তি তখন আরজ করল— 'হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি এই একজন বৃদ্ধার জন্য কুরাইশদের বড় বড় নেতাদের এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রাখলেন?' ওমর (রা.) বললেন— 'ধিক তোমাকে! তুমি কি জানো ইনি কে? ইনি সেই মহীয়সী নারী যাঁর ফরিয়াদ আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের ওপর থেকে শুনেছেন। আল্লাহর কসম! তিনি যদি রাত পর্যন্ত কথা বলতেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সামনে থেকে নড়তাম না যতক্ষণ না তাঁর অভাব বা প্রয়োজন পূরণ হতো'।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, সুনানে দারেমী: হাদিস নং ৩৪০৭)

হাদিস- ১২: দুগ্ধদানকারী মায়ের প্রতি নবীজী ﷺ-এর সম্মান

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ... فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ؟ فَقَالُوا: هِيَ أُمُّهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ. (رواه أبوداؤد)

অনুবাদ: আবু তোফায়েল (রা.) বলেন, আমি জিরানা নামক স্থানে নবীজী ﷺ-কে গোশত বন্টন করতে দেখলাম। তখন এক মহিলা আসলেন। নবীজী ﷺ নিজের গায়ের চাদরটি বিছিয়ে দিলেন এবং মহিলাটি তার ওপর বসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কে?' সাহাবীগণ বললেন, 'ইনি তাঁর দুধ মা (হালিমা সা'দিয়া)'। (আবু দাউদ: ৫১৪৪)

হাদিস- ১৩: সদাচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ. متفق عليه

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরজ করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে সদাচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে আবারও বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে আবারও জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, 'তোমার পিতা।' (বুখারী ৫৯৭১ মুসলিম ২৫৪৮)

হাদিস- ১৪: স্বামীর সন্তুষ্টিতে জান্নাতী নারী

عن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله ﷺ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.
رواه الترمذي

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'যে নারী এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করল যে তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট ছিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (তিরমিজি ১১৬১)

হাদিস- ১৫: জান্নাতের আটটি দরজা নেককার নারীর জন্য উন্মুক্ত

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ. رواه أحمد

অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'যে মহিলা তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে; তাকে বলা হবে: তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।' (মুসনাদে আহমাদ ১৬৬১)

হাদিস- ১৬: উত্তম পাথেয় নেককার স্ত্রী

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.
رواه مسلم

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:"সমগ্র দুনিয়াটাই হলো ভোগের সামগ্রী। আর দুনিয়ার এই সব সামগ্রীর মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার ও চরিত্রবান স্ত্রী।" (মুসলিম: ১৪৬৭)

হাদিস- ১৭: স্ত্রীর দায়িত্ব ও দায়ভার

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهم. رواه مسلم

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেছেন: "নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানাদির যিম্মাদার এবং তাকে সেগুলোর ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে।" (মুসলিম ১৮২৯)

হাদিস- ১৮: জান্নাতী নারীর পরিচয়

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ، إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا، قَالَتْ: هَذِهِ يَدِيْ فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى. رواه الطبراني.

অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ‘‘আমি কি তোমাদের জান্নাতী নারীদের পরিচয় দেব না? তারা হলো— (স্বামী ও সন্তানদের প্রতি) অত্যন্ত মমতাময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিনী; যে নারী রাগান্বিত হলে কিংবা তার প্রতি অসন্তোষজনক আচরণ করা হলে অথবা তার স্বামী অসন্তুষ্ট হলে সে (নিজ থেকে তার স্বামীর নিকট এসে) বলে: ‘এই যে আমার হাত আপনার হাতের ওপর রাখলাম, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখের পাতা এক করব না (ঘুমাব না)। (তাবারানী, সিলসিলাতুস সহীহাহ: ২৮৭)

অধ্যায়: পরকালের স্মরণ

হাদিস- ১৯: চুলচেরা হিসাব ও ধ্বংসের ভয়

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: "فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا"؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرْضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ. (متفق عليه)

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেছেন: ‘‘কিয়ামতের দিন যারই হিসাব নেওয়া হবে, সেই ধ্বংস হবে।’’ আয়েশা (রা.) আরজ করলেন, ‘‘আল্লাহ কি বলেননি যে— ‘ যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ করা হবে’?’’ তিনি বললেন, ‘‘সেটি তো কেবল (আল্লাহর সামনে আমলনামার সংক্ষিপ্ত) উপস্থাপনা (যাতে জেরা করা হবে না)। কিন্তু কেয়ামতের দিন যার হিসাব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে, সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।’’ (বুখারী ৬৫৩৭ ও মুসলিম ২৮৭৬)

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

হে আল্লাহ আমার হিসাব সহজ করুন।

হাদিস- ২০: বুদ্ধিমান ও অক্ষম ব্যক্তি

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ. (رواه الترمذي)

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ‘‘বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের বিচার করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। আর অক্ষম সেই ব্যক্তি যে নিজেকে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী করে ফেলে এবং আল্লাহর কাছে (মিথ্যা) আশা পোষণ করে।’’(তিরমিজি ২৪৫৯)

হাদিস- ২১: স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে স্মরণ করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ. (رواه ابن حبان)

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ‘তোমরা সকল স্বাদ ও আহ্লাদকে ধূলিসাৎকারী তথা মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।’(ইবনে হিব্বান ১১৬০)

হাদিস- ২২: শেষ বিচারের দিন আল্লাহর সাথে কথোপকথন

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.- متفق عليه

অনুবাদ: হযরত আদী বিন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব (কিয়ামতের দিন) কথা বলবেন না; এমতাবস্থায় যে, তাঁর ও বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। তখন বান্দা তার ডান দিকে তাকাবে এবং সেদিকে সে কেবল তার পূর্বকৃত আমলগুলোই দেখতে পাবে। সে তার বাম দিকে তাকাবে এবং সেদিকেও তার পূর্বকৃত আমলগুলোই দেখতে পাবে। এরপর সে তার সামনের দিকে তাকাবে এবং তার মুখের সামনে কেবল জাহান্নামের আগুন দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো, অন্তত একটি খেজুরের টুকরো সদকা করার বিনিময়ে হলেও।" (বুখারী: ১৪১৩ মুসলিম: ১০১৬)

হাদিস- ২৩: পরকাল জানলে কান্না বেশী হত এবং হাসি কমে যেত

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ فَقَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِيْنٌ. (متفق عليه)

অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এমন এক ওয়াজ করলেন যার মতো আর কখনো শুনিনি। তিনি বললেন, 'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে অনেক বেশি।' কথাটি শুনে সাহাবীগণ মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। (বুখারী ৪৬২১ মুসলিম ২৩৫৯)

অধ্যায়: আখলাক-চরিত্র

হাদিস- ২৪: কথার অনিষ্ট

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . رواه مسلم

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন: "নিশ্চয়ই বান্দা (কখনো কখনো) এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামের গভীরে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি দূরে গিয়ে পতিত হয়।" (মুসলিম ২৯৮৮)

হাদিস- ২৫: ঝগড়াটে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ. متفق عليه

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় ও ঘৃণিত সেই ব্যক্তি, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে ও কটুভাষী।" (বুখারী ২৪৫৭ মুসলিম ২৬৬৮)

হাদিস- ২৬: প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিণাম

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ. متفق عليه

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে আজাব দেওয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল এবং অবশেষে সেটি মারা যায়। ফলে নারীটি এর কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে বিড়ালটিকে আটকে রেখে খাবারও দেয়নি আবার ছেড়েও দেয়নি যেন সে জমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে।" (বুখারী ৩৩১৮ মুসলিম ২২৪২)

হাদিস- ২৭: প্রতিবেশীর সাথে আচরণ

عن أبي شُريح رضيَ الله عنه أنّ النبيّ ﷺ قال: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. متفق عليه

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়!" জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! কে সে?" তিনি বললেন, "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।" (বুখারী ৬০১৬ মুসলিম ৪৬)

হাদিস- ২৮: নম্রতা ও কোমলতা

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. رواه مسلم

অনুবাদ: উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "হে আয়েশা! নিশ্চয় আল্লাহ কোমল এবং তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। কোমলতার বিনিময়ে তিনি এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার বিনিময়ে দান করেন না।" (মুসলিম ২৫৯৩)

হাদিস- ২৯: পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ বর্জন করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. متفق عليه

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা কুধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কারণ কুধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা একে অপরের দোষ খুঁজো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না, পরস্পর হিংসা করো না, ঘৃণা করো না এবং একে অপরের পেছনে শত্রুতা করো না; বরং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাকো।" (বুখারী ৬০৬৪ মুসলিম ২৫৬৩)

হাদিস- ৩০: পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও বিশুদ্ধ আমলের গুরুত্ব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. رواه البخاري

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি এবং ধন-সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর এবং আমলের দিকে তাকান।" (মুসলিম ২৫৬৪)

হাদিস- ৩১: শ্রেষ্ঠ রমণীদের দুটি বিশেষ গুণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ – رواه مسلم

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "কুরাইশ বংশীয় মহিলারা উটে আরোহণকারী (আরবের) মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তারা সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল এবং স্বামীর সম্পদের উত্তম হিফাজতকারী।" (বুখারী:৫০৮২ মুসলিম:২৫২৭)

হাদিস- ৩২: অকারণে তালাক চাওয়ার ভয়াবহ পরিণতি

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أبوداود

অনুবাদ: হযরত ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে নারী কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই তার স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ গ্রহণ করাও হারাম।" (আবু দাউদ ২২২৬)

হাদিস- ৩৩: তালাক বৈধ, তবে অতি ঘৃণিত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. رواه أبوداود

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহ তাআলার কাছে বৈধ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত কাজ হলো তালাক।" (আবু দাউদ ২১৭৮)

হাদিস- ৩৪: স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رواه أبوداود

অনুবাদ: হাকিম বিন মুয়াবিয়া (রহ.) তাঁর পিতা (মুআবিয়া কুশাইরী রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো যিম্মায় তার স্ত্রীর হক (প্রাপ্য) কী? তিনি বললেন: "তুমি যখন খাবে তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন পোশাক পরবে তাকেও পরাবে; তার চেহারায় আঘাত করবে না, তাকে মন্দ গালি দেবে না এবং (অভিমান করে) তার থেকে আলাদা থাকতে হলে ঘরের ভেতরেই থাকবে (ঘর থেকে বের করে দেবে না)।

(আবু দাউদ: ২১৪২)

হাদিস- ৩৫: ঈমানের পূর্ণতা ও পরিবারের প্রতি কোমলতা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ. رواه الترمذي

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "নিশ্চয় মুমিনদের মধ্যে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর এবং যে তার পরিবারের (স্ত্রীর) প্রতি সবচেয়ে বেশি কোমল।" (তিরমিজি ২৬১২)

হাদিস- ৩৬: মেয়ের প্রতি বাবার দায়িত্ব

عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ: "مَنْ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". رواه البيهقي في شعب الإيمان

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাওরাতে লিখিত আছে: "যার কন্যা বারো বছরে উপনীত হলো অথচ সে তার বিবাহের ব্যাবস্থা করেনি; এরপর সেই কন্যা কোনো পাপে লিপ্ত হলে তার দায়ভার পিতার ওপরও বর্তাবে।"

(মেশকাত: ৩১৩১ শুয়াবুল ঈমান: ৮০৯৬)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উক্ত হাদিসের মূল উদ্দেশ্য হলো সন্তানদের চরিত্র রক্ষায় অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সন্তান কোনো পাপে লিপ্ত হলে সে নিজে দায়মুক্ত হয়ে যাবে; বরং সে নিজেই তার কৃত অপরাধের জন্য মূল অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। তবে একজন অভিভাবক হিসেবে পিতা যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সময়মতো বিবাহের ব্যবস্থা না করে অলসতা বা অবহেলা করেন, তবে তাকেও আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে এবং কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং এটি মূলত অভিভাবকের অবহেলার বিরুদ্ধে একটি কঠোর সতর্কবার্তা।

হাদিস- ৩৭: পরিবারের নিকট যে উত্তম সেই সর্বোত্তম

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. رواه الترمذي

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি উত্তম।" (তিরমিজি : ৩৮৯৫)

হাদিস- ৩৮: স্বামীর গুরুত্ব ও মর্যাদা

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. رواه أحمد

অনুবাদ: হযরত হুসাইন ইবনে মিহসান (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ফুফু কোনো প্রয়োজনে নবীজী ﷺ-এর নিকট এসেছিলেন। তাঁর প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর নবীজী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমার কি স্বামী আছে?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ”। নবীজী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: “তার সাথে তোমার আচরণ কেমন?” তিনি বললেন, “আমি সাধ্যমতো তাঁর সেবা ও আনুগত্যে কোনো ত্রুটি করি না।” তখন নবীজী ﷺ বললেন: “খেয়াল রেখো তাঁর সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন (অর্থাৎ তোমার অবস্থান কোথায়), কারণ তিনিই তোমার জান্নাত অথবা তোমার জাহান্নাম।” (মুসনাদে আহমাদ: ১৯০০৩)

হাদিস- ৩৯: স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً. إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ. رواه مسلم

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে৷ যদি তার কোনো একটি অভ্যাস তার কাছে অপছন্দনীয় হয়, তবে অন্য কোনো একটি অভ্যাস অবশ্যই তার কাছে পছন্দনীয় হবে৷" (মুসলিম: ১৪৬৯)

হাদিস- ৪০: অভিশপ্ত নারী-পুরুষ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبسَةَ الرَّجُلِ. رواه أبو داؤد

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পুরুষের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন যে নারীর মত পোশাক পরে এবং সেই নারীর ওপর লানত দিয়েছেন যে পুরুষের মত পোশাক পরে৷" (আবু দাউদ : ৪০৯৮)

হাদিস- ৪১: প্রতিবেশীর উপহারকে তুচ্ছ না করা

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ. متفق عليه

অনুবাদ: "হে মুসলিম নারীগণ! কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার প্রতিবেশিনীর দেওয়া উপহারকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, এমনকি তা যদি বকরির পায়ের খুরও হয়৷" (বুখারী: ২৫৬৬ মুসলিম: ১০৩০)

হাদিস- ৪২: দুনিয়াবিমুখতার পুরস্কার

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. رواه ابن ماجة

অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সাদ আস-সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— এক ব্যক্তি নবীজী ﷺ-এর কাছে এসে আরজ করল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহও আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালোবাসবে৷" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী হও, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন৷ আর মানুষের কাছে যা আছে (সম্পদ) তার প্রতি নির্লোভ হও, তবে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে৷" (ইবনে মাজাহ: ৪১০২)

হাদিস- ৪৩: আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার সহজ উপায়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ. متفق عليه

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা নিজেদের চেয়ে নিম্নবিত্ত বা গরিবদের দিকে তাকাও এবং তোমাদের চেয়ে উচ্চবিত্তদের দিকে তাকিয়ো না। এটি তোমাদের জন্য আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার সর্বোত্তম উপায়।"

(মুসলিম: ২৯৬৩ বুখারী: ৬৪৯০)

হাদিস- ৪৪: অবিনশ্বর আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى. رواه أحمد

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিজের দুনিয়াকে (বেশি) ভালোবাসবে সে তার আখিরাতের ক্ষতি করবে। আর যে তার আখিরাতকে ভালোবাসবে সে (প্রয়োজনে) তার দুনিয়ার ক্ষতি স্বীকার করবে। সুতরাং তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর চেয়ে অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী বস্তুকে (আখিরাত) প্রাধান্য দাও।" (মুসনাদে আহমাদ: ১৯৭১৭)

হাদিস- ৪৫: অল্প যদি যথেষ্ট হয় তবে সেটিই ভাল

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا قَلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى. رواه أحمد

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যে সামান্য (সম্পদ) মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়, তা সেই প্রাচুর্য অপেক্ষা উত্তম যা মানুষকে (আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাত থেকে) গাফেল করে দেয়। (মুসনাদে আহমাদ: ২১৭১৩)

হাদিস- ৪৬: দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা করা হয়

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ. رواه أحمد

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যখন কোনো বান্দার গুনাহ অনেক বেশি হয়ে যায় এবং তা মোচন করার মতো পর্যাপ্ত নেক আমল তার কাছে থাকে না, তখন আল্লাহ তাকে দুঃখ-চিন্তায় আক্রান্ত করেন যেন এর মাধ্যমে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।" (মুসনাদে আহমাদ: ২৫২০৯)

হাদিস- ৪৭: জান্নাত ও জাহান্নামে কাদের সংখ্যা বেশী?

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ.متفق عليه

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম এবং দেখলাম, সেখানে যারা প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষ। আর বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের (হিসাব নেওয়ার জন্য জান্নাতের দরজায়) আটকে রাখা হয়েছে। তবে যাদের ব্যাপারে জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে, তাদের (ইতিমধ্যেই) জাহান্নামে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ালাম এবং দেখলাম, সেখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নারী।

(বুখারী : ৫১৯৬ মুসলিম : ২৭৩৬)

হাদিস- ৪৮: লজ্জাশীলতা ও ঈমান

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. رواه حاكم

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ‘‘লজ্জাশীলতা এবং ঈমান— এই দুটি গুণ একে অপরের সাথে মিশে থাকে। যখন এর কোনো একটি উঠে যায় (নষ্ট হয়ে যায়), তখন অন্যটিও সাথে সাথে উঠে যায়।’’ (মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৭৩, বায়হাকী)

হাদিস- ৪৯: নির্লজ্জ নারীদের প্রতি প্রিয় নবী ﷺ -এর সতর্কবাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. رواه مسلم

অনুবাদ: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "জাহান্নামবাসী দুটি দল রয়েছে যাদের আমি এখনও দেখিনি: একদল লোক যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে যা দিয়ে তারা মানুষকে প্রহার করবে। আর একদল নারী যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে (অর্থাৎ পাতলা বা আঁটসাঁট পোশাক পরবে), তারা অন্যদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার চুল হবে উটের কুঁজের মতো। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২১২৮)

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচান।

হাদিস- ৫০: বেশী পরিমাণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رواه أبوداود

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করবে (অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা আঁকড়ে ধরবে), আল্লাহ তাআলা তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ করে দেবেন, তার প্রতিটি দুশ্চিন্তা দূর করে দেবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। (সুনানে আবু দাউদ: হাদিস নং ১৫১৭)

تمّت بالخير و الحمدُ لله